অ্যামাজনের ম্যাকাও দেখতে কুলিকে ভিড়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : কিছুদিন আগে বালুরঘাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল একজোড়া ব্লু-গোল্ড ম্যাকাও। চোরাচালানকারীদের হাত থেকে পাখি দুটিকে উদ্ধার করতেই শহরে শুরু হয়ে গিয়েছিল হইহই কাণ্ড রইরই ব্যাপার। এবার সেই উদ্ধার হওয়া জোড়া ম্যাকাও জায়গা পেল রায়গঞ্জ পাখিরালয়ে।

ম্যাকাও নামটি পাখিপ্রেমীদের কাছে একটি অতিপরিচিত নাম। অ্যামাজনের জঙ্গলের বাসিন্দা এই পাখি। সবচেয়ে বড় আকৃতির এই তোতা পাখিটি বর্ণীল পালক, বুদ্ধিমত্তা ও আকর্ষণীয় ভঙ্গীমায় কথা বলার জন্য বেশ খ্যাত।

১৪ নভেম্বর চালানকারীদের হাত থেকে পাখিটি উদ্ধার করে বালুরঘাট থানার পুলিশ। ২৩ নভেম্বর বালুরঘাট থেকে উদ্ধার হওয়া ব্লু-গোল্ড ম্যাকাও দুটি নিয়ে আসা হয় রায়গঞ্জ পাখিরালয়ে। নীল ডানা ও লেজ বিশিষ্ট পাখি দুটি প্রথম দেখাতেই নজর কাড়ে। সোনালি রং ও মাথার দিকে সবুজ আভায় পাখি দুটির সৌন্দর্য পর্যটকদের মন কাড়ছে। ম্যাকাও দেখতে এখন কুলিক পাখিরালয়ে উপচে পড়ছে ভিড়।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, 'বালুরঘাট থেকে এই পাখিগুলো চোরাই পথে বিক্রি হওয়ার সময় উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ওই পাখিগুলোকে তুলে দেওয়া হয় রায়গঞ্জ বনবিভাগের হাতে।' পাখিপ্রেমী শুভ্র শংকর নাগের কথায়, 'স্কারলেট ম্যাকাও হচ্ছে ম্যাকাও প্রজাতির সবচেয়ে সুন্দর পাখি। বাহারি রং, ঘন কালো চোখ, চোখের নীচে সাদা পালক পাখিটিকে অন্য পাখিদের থেকে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলে।'

তাপস রায় নামের এক পর্যটক জানান, 'ম্যাকাও এসেছে শুনে বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি। পাখি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। বাচ্চারাও ভালোবাসে। বিদেশি পাখি দেখতে আজ অনেকেই এসেছেন।'

বনকর্মীদের ধারণা, আগামীতে এই পাখি দেখার জন্য কুলিকে ভিড় বাড়বে। পাখিপ্রেমী ক্ষীরোদ সরকার বললেন, 'ম্যাকাও খুব বুদ্ধিমান প্রজাতির পাখি। এরা সাধারণত

> ম্যাকাও খুব বুদ্ধিমান প্রজাতির পাখি। এরা সাধারণত ফল, পোকা খেতে ভালোবাসে। মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই পাখিদের বসবাস।
>
> **ক্ষীরোদ সরকার,** পাখিপ্রেমী

ফল, পোকা খেতে ভালোবাসে। মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই পাখিদের বসবাস। বৃষ্টি অরণ্যের ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকো সহ আশেপাশের দেশগুলোতে ম্যাকাও ভীষণভাবে দেখা যায়।'

এদেশে চোরাই পথে ৬০ থেকে ৭০ লাখ দরে এই প্রজাতির পাখি বিক্রি করা হয়। ফল, বাদামের পাশাপাশি সূর্যমুখী ফুলের বীজ, বিভিন্ন ফলের বীজ জাতীয় খাবার খেয়ে এরা বেঁচে থাকে।'

বালুরঘাটে অধ্যক্ষ ঘেরাও

বালুরঘাট, ২৪ নভেম্বর : খোদ কলেজের অধ্যক্ষর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বালুরঘাট কলেজ ইউনিট। তাদের অভিযোগ, কলেজের উন্নতির জন্যে বরাদ্দ টাকার নয়ছয় হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত চাইছে টিএমসিপি। এদিন এই অভিযোগ তুলে অধ্যক্ষকে ঘরে আটকে বিক্ষোভও দেখানো হয়। এই ঘটনা ঘিরে এদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বালুরঘাট কলেজ ক্যাম্পাসে। তবে ছাত্রদের আন্দোলন নিয়ে চরম বিরক্ত অধ্যক্ষ পঙ্কজ কুণ্ডু। তিনি বলেন, 'কিছু ছাত্র

> কলেজের বিভিন্ন বিভাগের আসন বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ নানা দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছি। কলেজের উন্নয়নে বরাদ্দ করা অর্থ নয়ছয় করার জন্যে তদন্ত দাবি করেছি।
>
> **সুরজ সাহা,** তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

কোভিডবিধি মানছিল না। তা নিয়ে শাসন করেছিলাম। সে জন্যেই এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে ওরা।' দুপুরে আচমকা কলেজ ক্যাম্পাসে আন্দোলন শুরু করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তারা প্রথমে অধ্যক্ষর ঘরের সামনে ও পরে ভেতরে ঢুকে স্লোগান দিতে থাকে। আটকে রাখা হয় অধ্যক্ষকে। পরে একটি লিখিত দাবিপত্র দেওয়া হয় অধ্যক্ষকে। ওই দাবিপত্রটি পাঠানো হয় মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও কৃষি বিপণন মন্ত্রীকে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা সুরজ সাহার বক্তব্য, 'কলেজের বিভিন্ন বিভাগের আসন বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ নানা দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছি। কলেজের উন্নয়নে বরাদ্দ করা অর্থ নয়ছয় করার জন্যে অধ্যক্ষর বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি করেছি।'

সূর্যোদয়ের আগেই নিরঞ্জন

পুরাতন মালদা, ২৪ নভেম্বর : গভীর রাতে পুরাতন মালদা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি মির্জাপুর ঘাটে অনুষ্ঠিত হল রক্ষাকালীপুজো। ভক্তরা সদুল্লাপুর থেকে শোভাযাত্রা সহকারে গঙ্গাজল নিয়ে আসেন। মাঝরাতে প্রতিমা তৈরি করে পুজো দেওয়া হয়। আবার সূর্যোদয়ের আগেই প্রতিমা বিসর্জন হয়ে যায়। পুজো কমিটির কর্মকর্তা ছোটন মণ্ডল জানান, '২০০৩ সাল থেকে এই পুজো শুরু হয়।'

যুবক-যুবতী মদ্যপ ছিলেন, ময়নাতদন্তের পর দাবি পুলিশের

শুনসান মালদা বিমানবন্দর

হরষিত সিংহ ● মালদা

২৪ নভেম্বর : জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের পর থেকে শুনসান মালদা বিমানবন্দরের রানওয়ে। বুধবার ভোরে প্রাতর্ভ্রমণকারীদের দেখা মেলেনি। বুধবার সকালে দেখা নেই কোনও বাইক রাইডারের। গোটা রানওয়ে পুরোপুরি নিঃশব্দ। এদিকে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে পুলিশ জানতে পেরেছে, মৃত যুবক-যুবতী, দু'জনের পাকস্থলীতেই মদের সন্ধান মিলেছে।

মঙ্গলবার জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের খবর চাউর হতেই বিমানবন্দর চত্বর ফাঁকা হতে শুরু করে। তেমনটাই জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার দিনভর সদর দরজা খোলা থাকলেও বিমানবন্দর থেকে মুখ ফিরিয়েছে বাইকার এবং প্রাতর্ভ্রমণকারীরা। বিমানবন্দরের ভিতরে মানুষের আনাগোনা বন্ধ হওয়ায় দেখা যায়নি কোনও দোকানও।

পুলিশসূত্রে জানা যাচ্ছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত যুবক-যুবতীর মদ্যপ থাকার প্রমাণ মিলেছে। মদ্যপ অবস্থায় রাতে রানওয়েতে বাইক রেসিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের। তবে ইংরেজবাজার থানার পুলিশের তরফে এখনও ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। আইসি আশিস দাস জানিয়েছেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আমরা হাতে পেয়েছি। দু'জনেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। মদ্যপ অবস্থায় বাইক রেসিং করতে গিয়েই দুর্ঘটনায় ওই যুবক-যুবতীর মৃত্যু হয়েছে। তবে ঘটনার তদন্ত চলছে।'

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে মালদা শহরে থাকা বিমানবন্দরের ভিতর একজোড়া দেহ পড়ে থাকতে দেখেন প্রাতর্ভ্রমণকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত যুবকের নাম রণি দাস (২২)। বাড়ি ইংরেজবাজারের বাগবাড়ি দুর্গাপল্লি এলাকায়। যুবতীর নাম সাম্বিকা রায় (১৮)। বাড়ি স্থানীয় তেলিপুকুর এলাকায়। সাম্বিকা এবছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন। মৃতদেহের সঙ্গে একটি বাইক উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্ত করে পুলিশ জানায়, বাইক দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। তবে পরিবারের লোকেদের দাবি ছিল, পরিকল্পনামাফিক দু'জনকে খুন করা হয়েছে।

এই ঘটনার পর পুলিশ তৎপর হলেও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বিমানবন্দর চত্বরে যে অফিস রয়েছে সেটিও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সীমানা প্রাচীর একাধিক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। ভাঙা অংশ দিয়ে স্থানীয়রা নিয়মিত যাতায়াত করছেন। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের অফিস ও সদর গেটেও কোনও নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করেনি। ফলে সেখানে মানুষের অবাধ যাতায়াত। বিমানবন্দরের পরিত্যক্ত অফিসে অসামাজিক কাজকর্ম চলতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপঙ্কর বিশ্বাস বলেন, 'জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের পর মানুষ আর বিমানবন্দরে ঢুকছে না। দু'দিন ধরে মানুষের প্রবেশ বন্ধ রয়েছে। আমরা চাই পুলিশ ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এখানে নিরাপত্তা সুরক্ষিত করুক।'

ইংরেজবাজার থানার আইসি আশিস দাস বলেন, 'আমরা নিয়মিত বিমানবন্দর চত্বরে টহলদারি চালাব। তবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকেও তাদের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দার কথা

> জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের পর মানুষ আর বিমানবন্দরে ঢুকছে না। দু'দিন ধরে মানুষের প্রবেশ বন্ধ রয়েছে। আমরা চাই পুলিশ ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এখানে নিরাপত্তা সুরক্ষিত করুক।
>
> *দীপঙ্কর বিশ্বাস*

> আমরা নিয়মিত বিমানবন্দর চত্বরে টহলদারি চালাব। তবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকেও তাদের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
>
> *আশিস দাস*
> আইসি, ইংরেজবাজার থানা

দুয়ারে ভ্যাকসিন চালুর উদ্যোগ

রায়গঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : দুয়ারে ভ্যাকসিন কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ নিল রায়গঞ্জ পুরসভা। তবে তার আগে বুধবার থেকে পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে সার্ভের কাজ শুরু করলেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে ডেঙ্গির সার্ভেও। মূলত বয়সের ভারে যাঁরা বাড়ির বাইরে টিকা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেননি এবং ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে যাঁরা কোনও কারণে এখনও টিকা নিতে পারেননি, তাঁদের জন্যেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। রায়গঞ্জ পুরসভার উপপুরপ্রধান অরিন্দম সরকার জানান, 'রায়গঞ্জ পুরসভার ২৭টি ওয়ার্ডেই করোনার প্রথম ডোজ দেওয়ার কাজ প্রায় শেষের পথে। তবে সংক্রমণের হার কমলেও করোনা বিদায় নেয়নি। প্রতিদিনই সংক্রামিতের খবর আসছে। তাই আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কারা টিকা নেননি তা দেখার পাশাপাশি ডেঙ্গির ওপরেও সমীক্ষা চালাচ্ছে।'

রায়গঞ্জ পুরসভার ২৭টি ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি চলবে। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কাউন্সিলার ইনচার্জ বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো ১০০ শতাংশ টিকাকরণ সফল করাই আমাদের লক্ষ্য। ডেঙ্গি নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।'

বৌভাতের মেনু কার্ডে হোয়াটসঅ্যাপের গসিপ

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : এবার বিয়েবাড়ির মেনু কার্ডেও হোয়াটসঅ্যাপ! না, খাবারের তালিকা ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর কথা বলছি না। বৌভাতের টেবিলে মেনু কার্ডে দেখা গেল হোয়াটসঅ্যাপের কথোপকথন। খাবার মেনু বর ও কনের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে তুলে ধরা হয়েছে। অভিনব মেনু কার্ড নজর কেড়েছে আমন্ত্রিতদের। সোশ্যাল মাধ্যমে অনেকের প্রশংসা পেয়েছে। রবিবার রায়গঞ্জের বীরনগরের বাসিন্দা সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বালুরঘাটের নারায়ণপুরের টিনা দেব। মঙ্গলবার ছিল তারই বৌভাত। শহরের বীরনগর এলাকার এক বেসরকারি ভবনে বৌভাতের আয়োজন করা হয়। বৌভাতের অনুষ্ঠানে কেউ বর ও কনের সঙ্গে সেলফি তুলতে ব্যস্ত, নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউ আবার গ্রুপ ছবি তুলে সোশ্যাল মাধ্যমে আপলোড করছেন। এরপর খাবার পাতে বসে মেনু কার্ডে হাতে পেতেই অবাক হয়ে যান নিমন্ত্রিতরা। বর ও কনের হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথনকে মেনু কার্ডে তুলে ধরা হয়েছে। কথোপকথনের

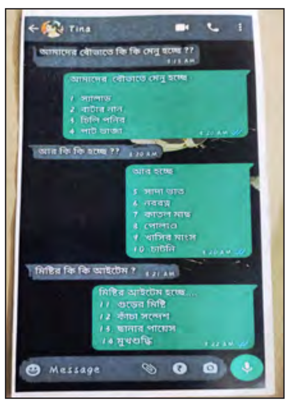

একদম ওপরে হোয়াটসঅ্যাপের ডিপির মতো কনে ও বরের প্রোফাইল ছবি। সেখানে কনে বরকে জিজ্ঞাসা করছে, আমাদের বৌভাতে কী কী মেনু হচ্ছে? বরের উত্তর- আমাদের বৌভাতে মেনু হচ্ছে স্যালাড, বাটার নান, চিলি পনির, পাটভাজা। কনের টেক্সট মেসেজ-আর কী কী হচ্ছে? বরের উত্তর- আর হচ্ছে সাদা ভাত, ডাল, নবরত্ন, কাতল মাছ, পোলাও, খাসির মাংস, চাটনি। ফের কনের মেসেজ- মিষ্টির কী কী আইটেম? বরের রিপ্লাই- মিষ্টির আইটেম হচ্ছে গুড়ের মিষ্টি, কাঁচা সন্দেশ, ছানার পায়েস, মুখশুদ্ধি। এমন অভিনব মেনু কার্ডের আইডিয়া সম্পর্কে বর সুদীপ্ত সেনের কথায়, 'ভেবেছিলাম, বিয়েতে নতুন কিছু করব। মেনু কার্ড আমরা সচরাচর যা দেখি, তার থেকে সামান্য পরিবর্তন করতে চাইলাম। সেইমতো ইভেন্ট অর্গানাইজার সংস্থা ফিক্সনের সঙ্গে কথা বলি। তখন আলোচনার মাধ্যমে এমনটাই উঠে আসে। তারপর সেটাকেই মেনু কার্ড বানানো হয়।' কনে টিনা দেবের কথায়, 'আমরা মেনু কার্ডে অভিনবত্ব রাখতে চেয়েছিলাম। হোয়াটসঅ্যাপের কথোপকথনে মেনু কার্ড করা হয়েছে।'

সেঞ্চুরি হাঁকাচ্ছে কাঁচালংকা, ধনেপাতা

রায়গঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : হালকা শীতের মরশুমে বাজার করতে গিয়ে হাত পুড়ছে বাঙালির। প্রতিটি সবজির দাম এতটাই বেড়েছে যে পকেটে টান পড়েছে মধ্যবিত্তের। অগ্নিমূল্যের বাজারে গিয়ে সবজি কিনতে ভয় পাচ্ছেন অনেকেই। এর থেকে অনেকটাই সস্তা মাছ ও মাংস। তাই নিরামিষের পরিবর্তে আমিষেই আস্থা রাখছেন ক্রেতারা। তবে আর কিছুদিন পরেই সবজির দাম কমে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ীরা।

পেট্রোল থেকে ডিজেল, এমনকি গ্যাসের দাম চড় চড় করে বেড়েই চলেছে। তারপর আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো সবজির দাম বৃদ্ধিতে দিশেহারা আমবাঙালি। খুচরো বাজারে কোথাও সস্তায় সবজি পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে ৭০টাকা কেজি দরে। শুধু কি আলু, পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৫০টাকা। ফুলকপি ৪০ টাকা, বাঁধাকপি ৩০ টাকা, মুলো ৪০ টাকা, বেগুন ৬০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিকোচ্ছে। ইতিমধ্যে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে কাঁচালংকা ও ধনেপাতা। খুচরো বাজারে কাঁচালংকা এবং ধনেপাতার দাম প্রতি কেজিতে ১০০ টাকা ছাড়িয়েছে। এছাড়া বাকি সবজির দামও আকাশছোঁয়া। বাজার করতে এসে হিমসিম খেতে হচ্ছে ক্রেতাদের। ছুটি হোক বা অন্য দিন, প্রতিটি বাজারেই ভিড় উপচে পড়ে। কিন্তু এখন উলটো চিত্র। ছুটির দিনেও সেভাবে ভিড় দেখা যায় না সবজি বাজারে।

এক ক্রেতা সুনীল দাস বলেন, সবজির যা দাম, তাতে হাত দেওয়াই দুস্কর। সেই তুলনায় মাছ বা মুরগির মাংস অনেক কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। তাই বাড়িতে যতটা সবজি প্রয়োজন, ঠিক ততটাই কিনছি। কারণ শুধু মাছ, মাংস দিয়ে তো আর খাওয়া যাবে না। সবজির এই দাম যদি না কমে, তবে আগামীতে হয়তো ভাত আর মাছের ঝোল খেয়েই কাটাতে হবে।' তবে আর কিছুদিন পরেই এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা।

চেম্বার অব কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বলেন, 'অধিক বর্ষার কারণে সবজির ফলন কম হয়েছে। ফলে পাইকারি বাজারে আমদানিও কম। তাই দাম বেশি।'